DhakaProbe
সময়ের সাথে, সত্যের পথে
সত্যের সাথে, সত্যের পথে
সংবাদপত্র সংস্করণ (PDF) তৈরি: 13 Sep 2026, 03:43 PM

ধর্ম

রাষ্ট্র পরিচালনায় মহানবী (সা.)-এর অসাধারণ নেতৃত্বগুণ

প্রতিবেদক: নিজস্ব প্রতিবেদক:
প্রকাশের তারিখ: রোববার, ৩০ আগস্ট ২০২৬, ০৫:২৩ PM

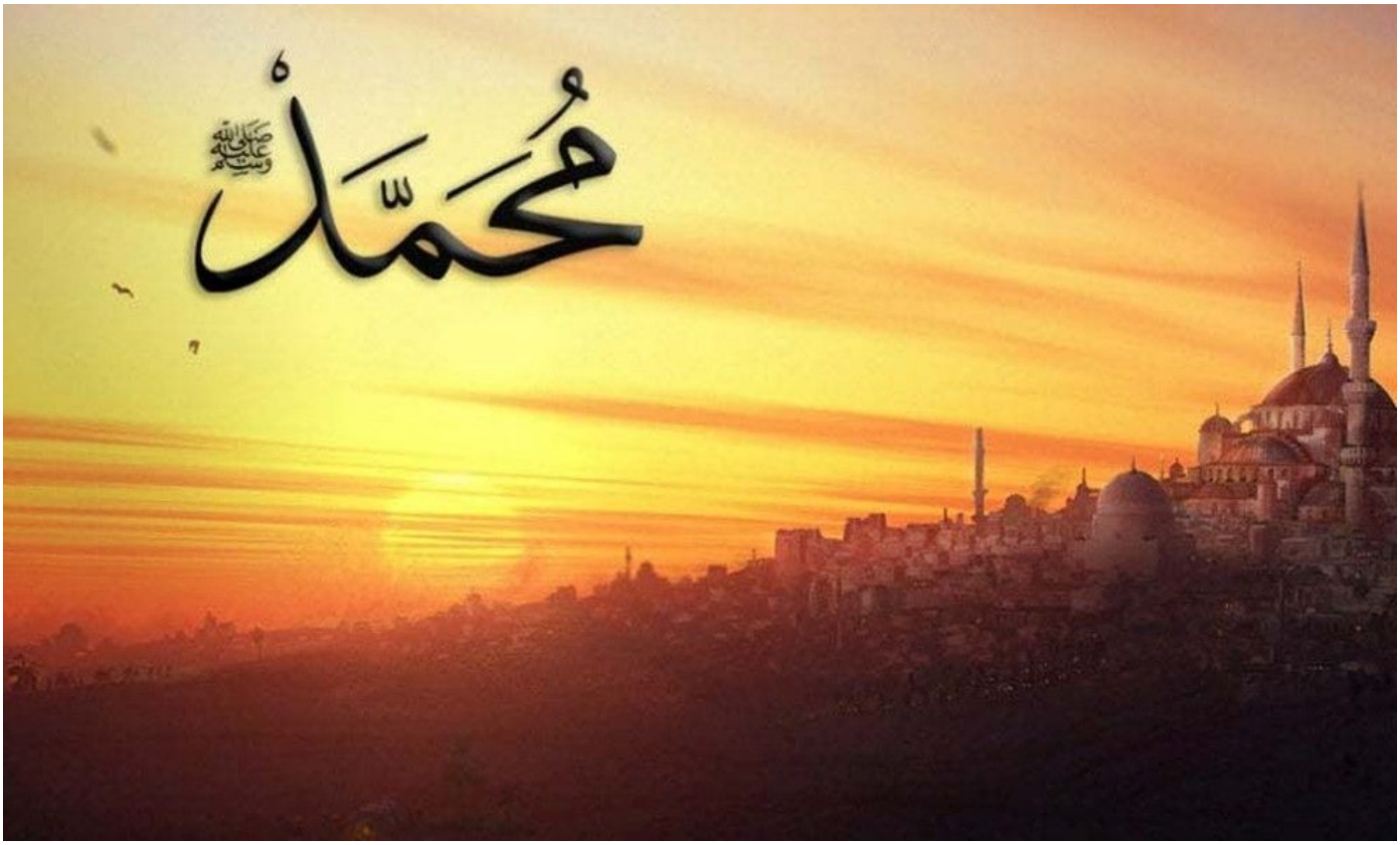

সংগৃহীত ছবি

নেতৃত্ব শুধু ক্ষমতা প্রয়োগ বা নির্দেশ দেওয়ার নাম নয়; বরং মানুষকে সঙ্গে নিয়ে ন্যায়ভিত্তিক একটি লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাওয়ার নাম। আধুনিক নেতৃত্ববিষয়ক আলোচনায় দূরদর্শিতা, পরামর্শ গ্রহণ, যোগ্যতার ভিত্তিতে দায়িত্ব বণ্টন, সংকটে স্থিরতা, মানবিকতা, জবাবদিহি এবং বিরোধীদের সঙ্গে ভারসাম্যপূর্ণ আচরণকে গুরুত্বপূর্ণ গুণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর রাষ্ট্র পরিচালনা ও নেতৃত্বের জীবনে এসব গুণের অসাধারণ বাস্তব প্রয়োগ দেখা যায়।

তাঁর নেতৃত্ব ছিল একই সঙ্গে নৈতিক, মানবিক ও কার্যকর। মদিনায় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর রাজনৈতিক, সামাজিক ও সামরিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর সিদ্ধান্ত গ্রহণের পদ্ধতি আজও নেতৃত্বের জন্য গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হিসেবে বিবেচিত হয়।

পরামর্শকে নেতৃত্বের শক্তিতে পরিণত করেছিলেন

মহানবী (সা.) ওহির মাধ্যমে পরিচালিত হওয়া সত্ত্বেও পার্থিব ও প্রশাসনিক বিষয়ে সাহাবিদের সঙ্গে পরামর্শ করতেন। পবিত্র কোরআনে মুসলিম নেতৃত্বের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসেবে বলা হয়েছে, "তাদের কার্যাবলি নিজেদের মধ্যে পরামর্শের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়।" (সুরা : শুরা, আয়াত : ৩৮)

উহুদের যুদ্ধের আগে মহানবী (সা.) সাহাবিদের সঙ্গে পরামর্শ করেন। তিনি মদিনার ভেতরে থেকে প্রতিরোধ করার পক্ষে মত দিলেও সাহাবিদের একটি বড় অংশ মদিনার বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করার মত দেন। তাঁদের মতামতকে গুরুত্ব দিয়ে তিনি সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং যুদ্ধের প্রস্তুতি নেন। (ইবন হিশাম, আস-সিরাতুননববিয়্যাহ : ৩/৬১-৬৩; ইবন কাসির, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৪/১৬)

এ ঘটনা থেকে নেতৃত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা পাওয়া যায়"প্রকৃত নেতা নিজের মতকে সব সময় চূড়ান্ত মনে করেন না; বরং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মতামতকে গুরুত্ব দেন।

যোগ্যতার ভিত্তিতে দায়িত্ব বণ্টন

মহানবী (সা.) মানুষের যোগ্যতা, সামর্থ্য ও দক্ষতা বিবেচনা করে দায়িত্ব অর্পণ করতেন। ব্যক্তিগত পছন্দ বা সামাজিক মর্যাদার চেয়ে তিনি যোগ্যতাকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন।

মুতার যুদ্ধে তিনি প্রথমে জায়েদ বিন হারিসা (রা.), এরপর জাফর ইবন আবি তালিব (রা.) এবং অতঃপর আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা (রা.)-কে নেতৃত্বের দায়িত্ব নির্ধারণ করে দেন। (বুখারি, হাদিস : ৪২৬১)

তাঁর নেতৃত্বে বয়স, বংশ বা সামাজিক মর্যাদা নয়; বরং যোগ্যতা ও দায়িত্ব পালনের সক্ষমতাই ছিল গুরুত্বপূর্ণ। এর আরেকটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হলো তরুণ উসামা ইবন জায়েদ (রা.)-কে একটি বাহিনীর সেনাপতি করা, যেখানে প্রবীণ সাহাবিরাও ছিলেন। (বুখারি, হাদিস : ৪৪৬৯)

সংকটে স্থিরতা ও দূরদর্শিতা

একজন নেতার প্রকৃত দক্ষতা সবচেয়ে বেশি প্রকাশ পায় সংকটের সময়। হুদাইবিয়ার সন্ধি ছিল এর একটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ। সন্ধির কিছু শর্ত আপাতদৃষ্টিতে অনেক সাহাবির কাছে কঠিন ও অসম মনে হয়েছিল। কিন্তু মহানবী (সা.) তাৎক্ষণিক আবেগের পরিবর্তে দীর্ঘমেয়াদি ফলাফল বিবেচনা করেন।

পরবর্তী সময়ে পবিত্র কোরআন এই সন্ধিকেই "সুস্পষ্ট বিজয়" হিসেবে অভিহিত করে। (সুরা : ফাতহ, আয়াত : ১)

এ ঘটনা প্রমাণ করে, দূরদর্শী নেতা শুধু বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনা করেন না; ভবিষ্যতের সম্ভাবনা ও পরিণতিও বিবেচনায় রাখেন।

অধীনদের প্রতি মানবিক আচরণ

মহানবী (সা.)-এর নেতৃত্বের অন্যতম উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য ছিল কোমলতা ও মানবিকতা। মহান আল্লাহ বলেন, "আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমতের কারণেই আপনি তাদের প্রতি কোমল হয়েছেন। আপনি যদি রূঢ় ও কঠোর হৃদয়ের হতেন, তবে তারা আপনার চারপাশ থেকে সরে যেত।" (সুরা : আলে ইমরান, আয়াত : ১৫৯)

আনাস (রা.) দীর্ঘ ১০ বছর মহানবী (সা.)-এর সেবা করেছেন। তিনি বলেন, নবীজি (সা.) কখনো তাঁর প্রতি □উফ□ শব্দটিও করেননি এবং কোনো কাজের জন্য তাঁকে কঠোরভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করেননি। (বুখারি, হাদিস : ৬০৩৮)

নেতৃত্বে কঠোরতার পরিবর্তে সম্মান, সহমর্মিতা ও মানবিক আচরণ যে মানুষের আস্থা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ□এই ঘটনা তার অনন্য দৃষ্টান্ত।

বিরোধীদের প্রতিও ন্যায় ও ক্ষমাশীলতা

নেতৃত্বের সবচেয়ে বড় পরীক্ষাগুলোর একটি হলো প্রতিপক্ষের সঙ্গে আচরণ। মক্কা বিজয়ের দিন মহানবী (সা.)-এর সামনে প্রতিশোধ নেওয়ার সুযোগ ছিল। দীর্ঘদিনের নির্যাতন, ষড়যন্ত্র ও বিরোধিতার পরও তিনি সাধারণ ক্ষমার ঘোষণা দেন।

সিরাতের বর্ণনায় তাঁর পক্ষ থেকে বলা হয়, □আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোনো ভর্ৎসনা নেই; তোমরা চলে যাও, তোমরা মুক্ত।□

ক্ষমতা ও প্রতিশোধের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও ক্ষমাকে বেছে নেওয়া তাঁর নেতৃত্বের নৈতিক উচ্চতার পরিচয় বহন করে।

ক্ষমতা নয়, নেতৃত্ব ছিল আমানত

মহানবী (সা.) নেতৃত্বকে সম্মান বা ক্ষমতার আসন হিসেবে দেখেননি; বরং এটিকে দায়িত্ব ও জবাবদিহির বিষয় হিসেবে তুলে ধরেছেন। তিনি বলেছেন, □তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেককেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।□ (বুখারি, হাদিস : ৭১৩৮)

এই দৃষ্টিভঙ্গি নেতৃত্বকে ব্যক্তিগত কর্তৃত্বের পরিবর্তে মানুষের প্রতি দায়িত্ব ও সেবার সঙ্গে যুক্ত করে।

আধুনিক নেতৃত্বের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা

আজকের নেতৃত্বের ভাষায় জবাবদিহি, সেবামূলক নেতৃত্ব, অংশগ্রহণমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণ, সহমর্মিতা, নৈতিকতা ও দূরদর্শিতাকে সফল নেতৃত্বের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য বলা হয়। মহানবী (সা.)-এর জীবনে এসব গুণের বাস্তব ও সমন্বিত প্রয়োগ দেখা যায়।

তবে তাঁর নেতৃত্বের অনন্য বৈশিষ্ট্য হলো□এসব গুণ শুধু প্রশাসনিক দক্ষতা অর্জনের কৌশল ছিল না। আল্লাহর সন্তুষ্টি, ন্যায়বিচার এবং মানুষের কল্যাণ ছিল তাঁর নেতৃত্বের কেন্দ্রবিন্দু।

শেষ কথা

মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.) শুধু মুসলিমদের ধর্মীয় নেতা নন; তাঁর রাষ্ট্র পরিচালনা, প্রশাসনিক প্রজ্ঞা, ন্যায়বিচার, মানবিকতা ও সংকট মোকাবিলার দৃষ্টান্ত নেতৃত্বের নৈতিক আদর্শ হিসেবেও গুরুত্বপূর্ণ।

তাঁর সিরাত আমাদের শেখায়□সত্যিকারের নেতা মানুষের ওপর শুধু কর্তৃত্ব করেন না; বরং মানুষের দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেন। ক্ষমতা তাঁর কাছে ছিল অধিকার ভোগের মাধ্যম নয়, বরং মানুষের কল্যাণ নিশ্চিত করার আমানত।

এ বিভাগের আরও খবর

বাংলা ভাষায় সুফি তাফসিরের একাডেমিক পরিসর বিস্তারের আহ্বান

বাংলা ভাষায় কুরআনের সুফি তাফসিরচর্চাকে আরও বিস্তৃত ও প্রাতিষ্ঠানিক একাডেমিক পরিসরে নিয়ে যাওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করার মধ্য দিয়ে খাজা ওসমান ফারু...

অমুসলিম ছেলের সঙ্গে মুসলিম মেয়ের পালিয়ে বিয়ে: ইসলাম কী বলে?

বর্তমান সময়ে প্রেমের সম্পর্ক, পারিবারিক বিরোধ এবং সামাজিক নানা বাস্তবতার কারণে তরুণ-তরুণীদের পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করার ঘটনা কম নয়। তবে যখন একটি...

ঈদে মিলাদুন্নবী উপলক্ষে চট্টগ্রামে জশনে জুলুস শুরু

চট্টগ্রামে পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) উপলক্ষে ৫৫তম ঐতিহাসিক জশনে জুলুস অনুষ্ঠিত হচ্ছে। শান্তি, মানবতা ও অহিংসার বার্তা নিয়ে আয়োজিত এ জুলুস...

জুমার নামাজের ইতিহাস, কখন থেকে শুরু হয় এই রীতি

ইসলামে সপ্তাহের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ দিন শুক্রবার বা 'ইয়াওমুল জুমআ'। বিশ্বজুড়ে মুসলিমদের জন্য জুমার দিনটি সাপ্তাহিক উৎসবের দিন হিসেবে বিবেচিত...

Copyright Dhaka Probe

অনলাইন সংস্করণ পড়তে ভিজিট করুন: https://www.dhakaprobe.com/religion/rashtr-prichalnay-mhanbi-sa-er-osadharn-netritbgun